পরিত্রাণের নিশ্চয়তা

আদিপুস্তক ৬.১৩-২২পদ

ঈশ্বর নোহকে যেমন আজ্ঞা করেছিলেন, নোহ তা সম্পূর্ণভাবে পালন করেছেন (৬.২২)। ঈশ্বরের আজ্ঞা মেনে নোহ জাহাজ নির্মাণ শেষ করেছেন। সমস্ত মানুষের ঠাট্টা, বিদ্রূপ, টিটকারী ও হাসিকে উপেক্ষা করে নোহ জাহাজ নির্মাণ করেছেন। ঈশ্বরে বিশ্বাসের পক্ষে নোহ আমাদের কাছে আদর্শ স্থাপন করেছেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস করার অর্থ, কেবল "আমি যীশুকে বিশ্বাস করি" বলে চীৎকার করা নয়। বিশ্বাস করার অর্থ, যীশুকে বিশ্বাস করা;যার ফলস্বরূপ, তাঁর আজ্ঞাসকল আমরা পালন করি। ঈশ্বরে বিশ্বাস করার কথা বলব, কিন্তু তাঁর আজ্ঞাকে অমান্য করব -- এমনটি হতে পারে না। যাকোব বলেন, এমন কাজ ভূতেরা করে থাকে (যাকোব ২.১৯)। তাই, কর্মবিহীন বিশ্বাসকে যাকোব মৃত-বিশ্বাস আখ্যা দিয়েছেন। প্রকৃত উদ্ধারকারী বিশ্বাস হল এমন বিশ্বাস, যে সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী, সে সেই বিশ্বাস অনুসারে জীবন যাপন করে। নোহ ঈশ্বরকে ঈশ্বর হিসাবে বিশ্বাস করেছিল; যিনি সর্বদা সত্য বলেন এবং তিনি যা প্রতিজ্ঞা করেন, তা পূর্ণ করেন (গণনা ২৩.১৯;১ শমূয়েল ১৫.২৯)। তাই, নোহ বাহ্য দৃশ্য, যা চোখে দেখা যায়, এমন বিষয়ের দ্বারা নয়; কিন্তু বিশ্বাসে তাঁর জীবন যাপন করেছিল (২ করিন্থিয় ৫.৭)। ঈশ্বরের প্রতি নোহের এই বিশ্বাসই নোহকে ধার্মিক গণিত করেছিল। তাই, ঈশ্বর নোহকে জাহাজের ভিতরে ডাকলেন (১ পদ)। কেরী অনূদিত বাংলা বাইবেলে যদিও ঈশ্বর নোহকে জাহাজে প্রবেশ করতে বলেছেন;হিব্রু বাইবেল তথা *NKJV* বাইবেলে ঈশ্বর নোহকে জাহাজের ভিতরে আসতে বলেছেন, *"Come into the ark"*। কারণ, ঈশ্বর নোহ ও তাঁর পরিবারের জন্য জাহাজের মধ্যে অপেক্ষা করে আছেন, এবং আগামী দিনগুলি তিনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে চলেছেন। নোহের প্রতি ঈশ্বরের এই আহ্বানে, যীশু আমাদের প্রত্যেককে আহ্বান করেছেন, ***"হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার কাছে এস, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব"*** (মথি ১১.২৮)। ***"কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, তবে আমার কাছে এসে পান করুক"*** (যোহন ৭.৩৭)। আমরা কি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছি? তাঁর পরিত্রাণে জাহাজে প্রবেশের নিশ্চ য়তা কি আমাদের আছে?

কিন্তু কেবল নোহের পরিবার নয়, ঈশ্বর মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীদের জন্যও চিন্তা করেন। তাই, তিনি তাদের রক্ষার্থেও পরিকল্পনা করেছিলেন। কেবল তাদের রক্ষা নয়, কিন্তু তাদের দ্বারা যাতে তাদের বংশ রক্ষা পায়, এই উদ্দেশ্যে তিনি তাদের জোড়া জোড়া করে (স্ত্রী ও পুরুষ) জাহাজে স্থান দিয়েছিলেন। তাদের জন্য ঈশ্বরের চিন্তা আছে, তাদের তিনি প্রতিপালন করেন। তাই, যীশু এমন কথা বলেছেন, ***"তোমাদের পিতার অনুমতি ছাড়া চড়াই পাখিদের একটিও মাটিতে পড়ে না"*** (মথি ১০.২৯)। কিন্তু আরও একটি বিষয় এখানে আমাদের চোখে পড়ে। এখানে ঈশ্বর পশুদের দুইভাগে ভাগ করেছেন -- শুচি পশু ও অশুচি পশু। কিন্তু আমরা দেখেছি, জগৎ সৃষ্টির সময় এবং সমস্ত সৃষ্টির পরে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টবস্তুদের দেখে, তা উত্তম বলেছিলেন। তাহলে, এখানে তিনি কীভাবে তাদের শুচি ও অশুচি পশুতে বিভক্ত করলেন? আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, ঈশ্বর যখন তাদের সৃষ্টি করেছিলেন, তারা সকলেই অবশ্যই উত্তম ছিল, যেমন মানুষ উত্তম ছিল। কিন্তু আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে পৃথিবীতে মানুষের দ্বারা যে প্রথম পাপের প্রবেশের কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা এই পাপ কেবল মনুষ্য জগতে নয়, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এই কারণে সমস্ত সৃষ্টি মুক্তির অপেক্ষায় আর্তস্বর করছে ও ব্যথা খাচ্ছে (রোমীয় ৮.২২-২৩)। এখন, এমন পরিস্থিতির মধ্যে ঈশ্বর যদি তাঁর নিজের উদ্দেশে বলি উৎসর্গের জন্য কিছু কিছু পশু বা পাখিকে মনোনিত করেন, এবং অন্যদের মনোনিত না করেন, আমাদের কারুর কিছু বলার নেই। যেমন, আমরা সবাই পাপ করেছিলাম, আমরা সবাই মৃত্যুর যোগ্য হয়েছিলাম;তখন তিনি আমাদের মধ্যে থেকে কিছু ব্যক্তিকে রক্ষা করতে মনস্থ করলেন। এরজন্য, আমরা যারা তাঁর

দ্বারা রক্ষা পেয়েছি, তারা কখনও নিজেদের যোগ্যতার বড়াই করতে পারি না;আবার যারা রক্ষা পায়নি, তারাও তাঁর বিচারের প্রতি আঙুল দেখাতে পারি না। কিন্তু এই সত্য গ্রহণ করা মানুষ আমাদের পক্ষে সহজ নয়। কারণ, আমরা আমাদের শক্তি, ক্ষমতা, বুদ্ধি ও বিচারকে বড় করে দেখি। ব্যাবিলন রাজ নবূখদ্‌নিৎসরকেও প্রথমে এই সত্য স্বীকার করতে যথেষ্ট বেগ পেয়েছিল। কিন্তু যখন সে প্রকৃত বুদ্ধি ফিরে পেয়েছিল, তখন বলেছিল, ***"তিনি স্বর্গীয় বাহিনীর ও পৃথিবী নিবাসীদের মধ্যে আপন ইচ্ছানুসারে কাজ করেন; এবং এমন কেউ নেই যে তাঁর হাত থামিয়ে দেয়, কিংবা তাঁকে বলে, তুমি কী করছ?"*** (দানিয়েল ৪.৩৫)। স্পষ্টত, শুচি পশুদের ৭ জোড়া সংগ্রহ করার পিছনে, বলি উৎসর্গের প্রয়োজন (৮.২০) এবং রসদের ব্যবস্থাকে(৯.৩) আমরা চিন্তা করতে পারি। কিন্তু যীশু খ্রীস্টের দ্বারা *once for all* বলি উৎসর্গীকৃত হওয়ায় (ইব্রীয় ১০.১০), এখন আর শুচি বা অশুচি পশুর বিভক্তিকরণের কোন প্রয়োজন নেই। কেবল তাই নয়, খাদ্যদ্রব্য হিসাবেও এই পৃথকীকরণের কোন প্রয়োজন নেই -- ***"বাস্তবিক ঈশ্বরের সৃষ্ট সমস্ত বস্তুই ভালো; ধন্যবাদ সহকারে গ্রহণ করলে কিছুই অগ্রাহ্য নয়, কেননা ঈশ্বরের বাক্য ও প্রার্থনা দ্বারা তাহা পবিত্রীকৃত হয়"*** (১ তীমথিয় ৪.৪-৫)।

আদিপুস্তক ৭ ও ৮ অধ্যায় পাঠের মাধ্যমে আরও একটি বিষয় আমরা খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। এই জলপ্লাবন ঘটনার এমন নিঁখুত বর্ণনা করা হয়েছে যে, একে সত্য ও বাস্তব ঘটনা হিসাবে অস্বীকার করা খুবই কঠিন কাজ। ৭ ও ৮ অধ্যায় মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে আমরা নিম্নলিখিত ঘটনাপঞ্জির নিঁখুত বর্ণনা দেখতে পাই।

নোহের ৬০০ বৎসর বয়সে, ২য় মাসের ১০ দিনে নোহ জাহাজে প্রবেশ করেন (৭.৪, ১০, ১১)
নোহের ৬০০ বৎসর বয়সে, ২য় মাসের ১৭ দিনে বৃষ্টি শুরু হয় (৭.১১)
নোহের ৬০০ বৎসর বয়সে, ৩য় মাসের ২৭ দিনে বৃষ্টি থামল (৭.১২)
নোহের ৬০০ বৎসর বয়সে, ৭ম মাসের ১০ দিনে জল সব থেকে বাড়ল (৭.২৪);জল নামা শুরু হল
নোহের ৬০০ বৎসর বয়সে, ৭ম মাসের ১৭ দিনে জাহাজ আরারট পর্বতে ঠেকল (৮.৩, ৪)
নোহের ৬০০ বৎসর বয়সে, ১০ম মাসের ১ দিনে পর্বত শীর্ষ দেখা গেল (৮.৫)
নোহের ৬০০ বৎসর বয়সে, ১১শ মাসের ১০ দিনে নোহ দাঁড়কাক ও কপোত ছাড়লেন (৮.৬);
৭ দিন পরে আবার কপোত পাঠালেন;আরও ৭ দিন পরে আবার কপোত পাঠালেন (৮.১০,১২)
নোহের ৬০১ বৎসর বয়সে, ১ম মাসের ১ দিনে জল শুকালো (৮.১২, ১৩)
নোহের ৬০১ বৎসর বয়সে, ২য় মাসের ২৭ দিনে নোহ জাহাজ থেকে নামলেন (৮.১৪)।

অর্থাৎ, নোহ ও তাঁর পরিবার জাহাজে প্রবেশ করার পর, ঈশ্বর যেদিন জাহাজের দরজা বন্ধ করেছিলেন, সেদিন থেকে তারা জাহজের ভিতরে ১ বৎসর ১০ দিন ছিলেন। যে ঈশ্বর নোহকে জাহাজের ভিতরে আসতে আহ্বান করেছিলেন, সেই ঈশ্বর নোহকে বাইরে যেতে ও আজ্ঞা করলেন (৮.১৬)।

৭.১১ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"মহাজলধির সমস্ত উনুই ভেঙ্গে গেল, এবং আকাশের বাতায়ন সকল মুক্ত হল।"*** এখানে কেবল আকাশ থেকে ৪০ দিন ও রাত বৃষ্টি নামার কথা নয়, কিন্তু মহজলধির উনুই ভেঙ্গে যাবার কথাও বলা হয়েছে। জগৎ-সৃষ্টির বিবরণে, দ্বিতীয় দিনে ঈশ্বর উপরের জল ও নিচের জলকে পৃথক করেছিলেন। তৃতীয় দিনে ঈশ্বর নিচের জলকে একস্থানে সংগ্রহ করে সমুদ্র করেন ও স্থল সৃষ্টি করেন। এই যে নিচের জলের কথা বলা হয়েছে, তা বৃষ্টির দ্বারা সৃষ্ট হয়নি। এই নিচের জলকেই এখানে মহাজলধির উনুই বলা হয়েছে। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে, সমস্ত পর্বতকে ঢেকে ফেলার (৭.১৯) মত জল কেবল বৃষ্টির দ্বারা নয়;এই মহাজলধির উনুইসকল ভেঙ্গে যাবার ফলস্বরূপ ঘটেছিল। একে অনেকে *Canopy Theory* দ্বারা ব্যখ্যা করে থাকেন।

৭.১৬ পদে বলা হয়েছে, ***"সদাপ্রভু তাঁহার পশ্চাৎ দ্বার বদ্ধ করলেন।"*** এর আগে আমরা ১ পদে দেখেছি,

ঈশ্বর নোহকে জাহাজের ভিতরে আসতে আহ্বান করেছেন। নোহ সেই আদেশ অনুসারে পরিবার নিয়ে প্রবেশ করেছেন। পশুরাও ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের ফলস্বরূপ জাহাজে প্রবেশ করেছে। এদের প্রবেশ করার ৭ দিন পর যখন বৃষ্টি শুরু হয় (৭.১০), তখন ঈশ্বর স্বয়ং সেই জাহাজের দরজা বন্ধ করলেন। এখানে "*ঈশ্বর নোহের পশ্চাৎ দ্বার বন্ধ করলেন,*" বলা হয়েছে। এই কথার অর্থ, নোহের পক্ষে আর জাহাজের বাইরে যাওয়া অসম্ভব। কেবল নোহ নয়, জাহাজের মধ্যে প্রবেশ করা প্রতিটি প্রাণীর ক্ষেত্রে এই সত্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ, এর দ্বারা এই সত্য তুলে ধরা হয়েছে -- পরিত্রাণের জাহাজে প্রবেশ করেছে, এমন সমস্ত প্রাণী উদ্ধার পাবে। নতুন নিয়মে পৌল যীশুতে বিশ্বাসীদের পরিত্রাণের নিশ্চয়তা প্রকাশ করতে একে পবিত্র-আত্মার দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হবার কথা বলেছেন (ইফিষীয় ১.১৩; ৪.৩০)। যে পরিত্রাণে অংশ-গ্রহণ করার অধিকার আমাদের কারুর নেই, ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা বিশ্বাসের মাধ্যমে বিনামূল্যে (সৎকার্যের দ্বারা নয়) যা ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন; সেই পরিত্রাণকে আমরা আমাদের শক্তি বা সৎকার্যের দ্বারা ধরে রাখতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বরই তাঁর অনুগ্রহে আমাদের শেষ পর্যন্ত স্থির রাখেন (যোহন ৫.২৪; ৬.৩৯;১০.২৮;রোমীয় ৮.৩৯;২ তীমথিয় ৪.১৮;ইত্যাদি)। তাই, একদিকে যেমন, ভিতরে প্রবেশকারীরা ঈশ্বরের বিশ্বস্ততায় রক্ষা পাবে;ঠিক তেমনই, যারা বাইরে আছে, তাদের পক্ষে ভিতরে প্রবেশ অসম্ভব।

আর একটি বিষয় আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। ৭.১০ পদ অনুসারে, নোহ ও অন্যান্য প্রাণীদের জাহাজে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই জলপ্লাবন শুরু হয়নি। তাদের জাহাজে প্রবেশের পরেও ঈশ্বর ৭ দিন অপেক্ষা করেছিলেন। একে আমরা জাহাজ ছাড়ার *Last Call* হিসাবে চিন্তা করতে পারি। ঈশ্বর কেন এইভাবে ৭ দিনের অপেক্ষা করেছিলেন? পিতর ৩.৯ পদে বলা হয়েছে, ***"প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে দীর্ঘসূত্রী নন – যেমন কেউ কেউ দীর্ঘসূত্রীতা জ্ঞান করে – কিন্তু তোমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু; কিছুলোক যে বিনষ্ট হয়, এমন বাসনা তাঁহার নেই; বরং সকলে যেন মনপরিবর্তন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, এই তাঁর বাসনা।"*** ঈশ্বর সেদিন যদিও তাদের শেষ সুযোগ দিয়েছিলেন, তার কিন্তু কেউ সেই সুযোগ গ্রহণ করেনি। তার দেখেছিল বৎসরের পর বৎসর ধরে নোহের বিশ্বস্ততা; তারা দেখেছিল পশুরা কত অলৌকিকভাবে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের দ্বারা জাহাজে প্রবেশ করেছিল। তথাপি তারা মনপরিবর্তন করেনি। আবার, সদোম-ঘমোরাকে ধংস করার আগে লোটের মাধ্যমে ঈশ্বর লোটের জামাইদের কাছেও রক্ষা পাবার পথ দেখিয়েছিলেন; কিন্তু তারা লোটের কথাকে ঠাট্টা ভেবেছিল (আদি ১৯.১২-১৪)। তারা যদিও এই সুযোগ গ্রহণ করেনি, নীনবীর লোকেরা কিন্তু নোহের প্রচারে মন পরিবর্তন করেছিল; যোহন বাপ্তাইজকের মনপরিবর্তণের বাপ্তিস্মেও অনেকে বাপ্তিস্ম নিয়েছিল।

লুক ১৬.২২-৩১ পদের দৃষ্টান্তে যীশু বলেছেন, নরকে যন্ত্রণাভোগকারী সেই ধনীকে অব্রাহাম শুনিয়েছেন, **"তাদের কাছে মোশি ও ভাববাদীগণ (শাস্ত্র) আছেন, . . . তাঁরা যদি তাঁদের কথা না শোনে, তবে মৃতদের মধ্য হতে কেউ উঠিলেও তারা মানবে না"** (লুক ১৬.২৯-৩১)। ইব্রীয় ৯.২৭ পদ বলে, "প্রত্যেক মানুষের জন্য একবার মৃত্যু, তারপর বিচার নিরূপিত আছে।" ঈশ্বর এখনও আমাদের উদ্ধারার্থে সময় দিয়েছেন। কিন্তু এই সময় আমরা চিরকাল পাব না। শেষ ডাকে যদি আমরা সাড়া দিতে না পারি আমরা বিনষ্ট হতে বাধ্য। নোহের সময়কার লোকদের ন্যার আচরণ নয়; সদোম ও ঘমোরার মানুষদের মত আচরণও নয়;আসুন, নীনবীর লোকেদের মত আমাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হই, যীশুকে আমাদের একমাত্র প্রভু ও পরিত্রাতা বলে স্বীকার, বিশ্বাস ও গ্রহণ করি।